দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও পরিসংখ্যান
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 19 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

006

শিক্ষাঙ্গনে

বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ

সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে সরকারের পূর্ব সিদ্ধান্ত ও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। নিঃসন্দেহে এতে করে আমাদের দেশের গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত উপকার সাধিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যবই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় প্রদান করা হয় না। ফলে, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণাদি হতে বঞ্চিত হয়ে গ্রামাঞ্চলের ইবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অবশেষে অর্থাভাবে পাঠ্যবই কিনতে ব্যর্থ হয়ে কোন কোন স্থানে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রাথমিক শ্রেণীর কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা পড়া-লেখা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং বিকাশমান জীবনে যথার্থ ও প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। "শিক্ষা মানুষের জন্মগত নাগরিক অধিকার" অথচ এ চিরন্তন সত্যটি তাদের জীবনে বাস্তবায়িত করার তেমন কোন সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে না। কারণ আমাদের দেশের শতকরা ৮০/৮৫ ভাগ লোকই দরিদ্র বিধায় অন্ন সংস্থান করতেই তাদের হিমশিম খেতে হয়। তদুপরি ছেলেমেয়েদের বর্তমানকালের ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করা তাদের জন্য খুবই দুরূহ ব্যাপার। এ পরিস্থিতিতে সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে শিক্ষা উপকরণসহ বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হলে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার পথই যে প্রশস্ত হবে কেবল তাই নয়, অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে সুনিশ্চিত হতে পারেন। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী শ্রেণী সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুতরাং বর্তমান সরকার ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে যেসব কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছেন তার একটি অন্যতম ফলশ্রুতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমতুল্য ইবতেদায়ী মাদ্রাসা।

ফলে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থী প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের আর দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে শিক্ষার পরিবেশ ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেমন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠব্যই বিতরণ করে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার পথ সুগম করে দেয়া হয়েছে, তেমনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের ইবতেদায়ী মাদ্রাসাতেও অনুরূপভাবে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যাশিক্ষা লাভের সুযোগকে সহজ ও সুগম করে প্রাথমিক শিক্ষার হার আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এমনিতেই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য বর্তমান শিক্ষার হার মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।

'শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি হয় না— এক কথায় শিক্ষাই জাতির উন্নতির মূলমন্ত্র'। শিক্ষার আলোকে মনুষ্যত্ব মিলে। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষাই যদি সবার জন্য নিশ্চিত করা না যায় তাহলে গোটা জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে না। অতএব, প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে বিনামূল্যের পাঠ্যবই যাতে যথাসময়ে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা তার সমমানের ইবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌছায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ফলে, সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বিনামূল্যের পাঠ্যবই যথাসময়ে হাতে পেয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থী আনন্দ, উদ্দীপনা ও নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ব স্ব পড়ালেখার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে। সমন্বিতভাবে শিক্ষা উপকরণাদি বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারলে আমদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতি অনিবার্য। এমতাবস্থায় সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে সমন্বিত ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সে সাথে অতিসত্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমতুল্য ইবতেদায়ী মাদ্রাসায়ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগকে সম্প্রসারিত করাও একান্ত অপরিহার্য।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান